

संस्कृति-गौरवम्



DR. SUKHAMAY BHATTACHARYA FELICITATION VOLUME
ON
SANSKRIT AND INDIAN CULTURAL STUDIES

वेदमहोदधिः

VEDAMAHAODADHI



डॉ. धरणीदुङ्गेलः
सम्पादकः

श्रीगुरुशंकराचार्यवेदविद्यालयेन समायोजितम्

अन्ताराष्ट्रीयवेदसम्मेलनम्

१७, १८, १९ मार्च, २०१७

गमिरिः, विश्वनाथः, असमः, भारतम्

सूचीपत्रम्

भवतु सर्वमंगलम्

(अध्यक्षीयम् वक्तव्यम्, शोधग्रन्थसम्पादनसमितिः) प्रो.हरिप्रसाद अधिकारी

क-ख

सम्पादन काल में

डॉ. धरणी दुंगेलः

ग-च

मङ्गलानुशासनम्

श्री तुलसीशरणोपाध्यायः

1-14

संस्कृतविभागः (Sanskrit Section)

1. वेदप्रदिपादितः कौटुम्बिकसम्बन्धस्य आदर्शः	डॉ. आमोदवर्धनः कौण्डिन्यायनः	15-25
2. ऋग्वेदसंहितायां प्रतिविम्बितं तत्त्वचिन्तनम्	प्रा. डॉ. रवीन्द्र अंबादास मुले	26-28
3. वेद एवेश्वरो लोके	प्रो. लक्ष्मीश्वर झा	29-35
4. जातिवादसम्बन्धे वेदमतम्	प्रो. हरिप्रसाद अधिकारी	36-40
5. वैदिकं कृषिविज्ञानम् विद्यावाचस्पति	डॉ. सुन्दरनारायणझाः	41-49
6. ऋग्वेदे कृषिव्यवस्था : एकं मूल्यायनम्	डॉ. जगदीश शर्मा	50-52
7. वेदेषु नारीशक्तेः वैशिष्ट्यम्	डॉ. ज्ञानरंजनपण्डा	53-56
8. वेदानां स्वतः प्रामाण्यविचारः - मीमांसासिद्धान्तमनुसृत्य समालोचनम्	डॉ. टि. उमेशः	57-60
9. सामागानस्य गुणदोषौ तल्लक्षणञ्च	पुरुषोत्तम आचार्यः	61-66
10. वैदिकसूर्यदेवः : तन्निहितशक्तेः पर्यालोचनम्	डॉ. उपमा वर्मन डेका	67-71
11. रसायनविज्ञानस्य वेदमूलकत्वम्	डॉ. पारमिता पण्डा	72-74
12. वैदिकयज्ञस्य स्वरूपमुपादेयता च	डॉ. कमललोचनआत्रेय	75-78
13. शिक्षाप्रतिशाख्यादिग्रन्थानुसारं वेदवर्णोच्चारणपद्धतिः	जे. यस्. वि. यन् चन्द्रशेखरशर्मा	79-82
14. अर्थवन्तो वैदिकमन्त्राः - निरुक्तसिद्धान्तः	डॉ. के.वि. हनुमच्छर्मा	83-85
15. वैदिकवाङ्मये कलाविवेचनम् -	डॉ. छविलाल उपाध्यायः	86-89
16. विशिष्टोपनिषद्विचाराः	Dr. Mallikarjun B S	90-92
17. निरुक्तम् श्रोत्रमुच्यते	Dr. Niranjan Mishra	93-94
18. नासदीयसूक्ते वर्णितं सृष्टितत्त्वम् -	डॉ. रातुल बुजर बरुवा	95-97

Content

पुरो वाक्	01
गुरुप्रशस्तिः	
• आचार्यप्रशस्तिनवकम् – स्वामी तत्त्वविदानन्दः	03
• आचार्यवन्दनम् – स्वप्ना देवी	04
• 'आचार्या-संस्मृति' – ड० सीतानाथ दे	08
• तिनि आलोक - पुरुष – ड० तपोधीर भट्टाचार्य	10
• आमार शङ्काञ्जलि – अर्चना भट्टाचार्य	12

Article Section

Bengali

• राजाना'र रतन – ड. हिमांशु बन्द्योपाध्याय	17
• नतून कालेर फूले फूले : भारतीय संस्कृतिर आलोय ड० सुखमय भट्टाचार्य – अंगुमान भट्टाचार्य	19
• উত্তরসাধক – অমিত সিংদার	26
• মহান ব্যক্তিত্ব : ড० সুখময় ভট্টাচার্য – শুভ্রা ভট্টাচার্য	30
• পরম পদ কমলে – বিজয়ন কুমার বিশ্বাস	34

● वैश्वीकरणसन्दर्भे संस्कृतस्य प्रासङ्गिकता – केशव लुईटेल	120
● ऋग्वेदायुर्वेदयोः सम्बन्धसमीक्षणम् – रामगोपाल उपाध्यायः	127
● स्मृतिसु कृषिकार्यम् – छबिलाल-उपाध्यायः	131
● असमराज्ये पुरोहितपरम्परायां संस्कृताध्ययनस्य साम्प्रतिकी स्थितिः – दिपेन भगलीः	138

Bengali

● स्वामी विवेकानन्द : कर्मयोगेण प्रायोगिक व्याख्याता – ललिता चक्रवर्ती	141
● अमृत कुम्भयोगोहि लोकानां दुर्लभः सदा – ड. गीता दत्त	149
● दुःख मोचनेन प्रयास – लक्ष्मीकान्त भट्टाचार्य	154
● शान्तिर सद्धाने – अर्चना भट्टाचार्य	166
● जातीय संगति ও আদর্শ রাষ্ট্রগঠন : শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি – অশেষ ভট্টাচার্য	173
● অনির্বাণ আলোকে ইন্দ্রদেবতা : একটি খণ্ডপাঠ – স্নিগ্ধা দাস রায়	180
● উপনিষদ ভাবনা ও ভারতীয় মনীষা – গীতা সাহা	185
● যোগে 'যোগ' নয়তো বিয়োগ – কল্যাণ চন্দ্র ধর	193
● তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণম্ – কিশোর ভট্টাচার্য	198
● প্রসঙ্গ : বেদ-উপনিষদ— রবীন্দ্রসাহিত্যে এর অনুরণন – শমিতা নাগ ধর	207
● যোগবাসিন্ঠরামায়ণের আলোকে মুক্তির সাধন – অমৃতা ঘোষ	216
● উপনিষদের দর্শন— এক আলোকপাত – মিনতি রাণী রায়	223
● সিলেটি নৃত্য, সিলেটি সংস্কৃতি ও বাঙালির জাতীয় নৃত্য – সমরবিজয় চক্রবর্তী	230
● ভারতীয় সংস্কৃতি ও নারী – কৃষ্ণা ভট্টাচার্য	236
● শিবময় জগৎ – মহাদেব দাস বৈরাগ্য	241
● ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নাথধর্মে শিবের স্বরূপ সন্ধান – দেবযানী দেবনাথ	247

English

● Swami Vivekananda : His visions and mission – Lalita Sengupta	261
● Anundoram Barooah : A Tribute – Swapna Devi	268
● Vivekananda's Idea of Human Values and Religious Harmony in India – Projit Kumar Palit	281
● Bhakti in Vaisnavite Tradition : An overview – Sujata Purkayastha	289

व्यवस्था की प्रासंगिकता: सम्यक अध्ययन
115. वेदाङ्गः एक संक्षिप्त परिचय

चन्दन कापले
विजय कुमार

535-540
541-546

आंग्लविभागः (English Section)

116. A BRIEF NOTE ON THE RGVEDIC VIS-A-VIS
ASTROPHYSICAL OBSERVATIONS ON THE
CREATION OF THE UNIVERSE
Prof. Snigdha Das Roy 549-556
117. Music in Vedic and Mythological Periods:
An overview
Ramesh Pokharel 557-560
118. Bharadvāja, the seer of the Rgvedasamhitā
Bornali Borthakur 561-568
119. Tales of debating mosaic rituals among
the Aryans in Vedic Period
Pankaj Kumar Sarmah 569-572
120. Life Science in Vedic Age
T. Upadhyaya &
S. Upadhyaya 573-575
121. Physics in Vedas: A review on interpretation
of Physics in Hindu philosophy
Pradeep Upadhyaya 576-578
122. The Perfection of Jyotish-Astrology Which
is Now Coming Into The World.....
Mark Kincaid 579-584
123. Divine Soma Hallucinogen & The Elixir
Sages and Seers Of Bharat...
Soma Shri. Sunil S.Sambare 585-594
124. Maharishi Vedic University
Mr. Budhacharan 595-596
125. Vedas – Transcendental
Bishnu Bhandari 597-600
126. REFLECTIONS OF THE VEDAS IN
NIMBARKA PHILOSOPHY
KHEMRAJ TIMSINA 601-604
127. STATUS OF WOMEN IN THE VEDAS
Shubhas Adhikari 605-607
128. The Fire God Agni
Anjan Baskota 608-612
129. Scientific Resources in Vedas
Dr. Rasna Rajkhowa 613-620

List of Contributors:

621-631

অনির্বাণ আলোকে ইন্দ্রদেবতা একটি খণ্ডপাঠ

স্বিষ্টা দাস রায়

অধ্যাপক সুখময় ভট্টাচার্য সন্মাননা গ্রন্থে লেখার জন্যে আদিষ্ট হয়ে কেমন যেন একটা অশৈশ্ব আমার মধ্যে উপজাত হল। কি লিখব—এমন একটা চিত্রা-চর্চর আলোড়ন মনের আয়নায় প্রতিফলিত হতে লাগল। সর্ববিধয়ে পল্লবিত যাঁর প্রজ্ঞা, স্বস্ত বিপ্লবশীলী ধীমান, অদৃষ্টপূর্ব স্বাহবৎসল এবং ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব—স্বাক্ষী হিসেবে স্যারকে এমনই দেখেছি। কলেজজীবনের মধ্যভাগ থেকে আজ পর্যন্ত অনাবিল স্নেহ এবং নির্ভরতার ভারহীন গ্রন্থি অটুট এই স্বাক্ষীর এবং শিষ্যক বরোগের। এই গ্রন্থি শৈশ্বিক এবং অশৈশ্বিকও। দেবনাগরী চর্চয় প্রথম সোপানে আরোহণে আমার স্যারের কাছে। সুরভারতীর অপূর্ব এক সুললিত এবং স্থানিক সরণির বিনির্মাণে যে স্বার অর্গলমুক্ত করে দিয়েছিলেন স্যার, তার যোগ্য পাশ্ব হতে পারিনি, হয়তো—অপবর্গ হয়নি, কিন্তু অত্যন্ত সংযোগ নিরন্তর রয়েছে। ‘অশৈশ্ব’ আমার এজেন্দ্য—স্যারের সন্মাননা গ্রন্থে লিখব—বিষয় নির্বাচনে কি করি। স্যারের মর্মান্দকে সন্মান জানানোর উপযুক্ত বিষয় তো চাই। অনেক ভাবনার পর একটি সমীকরণে পৌছলাম—ইন্দ্রদেবতা, অনির্বাণ এবং অধ্যাপক সুখময় ভট্টাচার্য। প্রথম বহুস্তত বহুধা, দ্বিতীয় বিরাট ক্রান্তিশীলী এবং তৃতীয় ব্যাপক ব্যাভিমান সারস্বত চর্চয়। অতএব একটি খণ্ডপাঠ অনির্বাণ আলোকে ইন্দ্রদেবতা।

অনির্বাণের বেদব্যাখ্যাশৈলী প্রজ্ঞানভাষ্যর। প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত। অনির্বাণ মরমী ব্যাখ্যাক্ষে। স্বস্ত সাবলীল ভাষায় বেদভারতীর যে ভাষা তিনি রচনা করেছেন, বেদের পরাতত্ত্ব যেভাবে অনায়াস সুললিত শব্দবন্ধে নির্মাণ করে গেছেন তারই কিছু পাঠ সার প্রস্তুত করছি—আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি উপদেশ্যকে উপস্থিতকরে।

‘অনির্বাণের বেদভাষ্য আদিত্যানুসারি। যদি আধারস্ব আশ্রিতেতনার দিব্য আদিত্যেতেনায় উত্তরণেই বৈদিক সাধনার লক্ষ্য’—বেদমীমাংসা/৩য় খণ্ড/পৃ. ৩৬৭/২য় সংস্করণ, ১৯৭৮।

দয়ানন্দ সরস্বতীর পরই বেদভারতীকে আদিত্যায়ন করেছেন অনির্বাণ। আমার এই খণ্ডপাঠে বিষয় ইন্দ্রদেবতা। খণ্ডপাঠ এজেন্দ্য কারণ ঋগ্বেদে সবথেকে বেশি সূক্তে স্তুত হয়েছেন ইন্দ্র। অন্যভাবে বলা যায় সবথেকে বেশি মন্ত্র ইন্দ্রদেবতার উপদেশ্যে উচ্চারিত হয়েছে বিভিন্ন ঋষিকণ্ঠে। কাজেই পূর্ণপাঠ সীমিত পরিসারে করা অসম্ভব।

বৈদিক যজ্ঞসংস্কার সমূহের মধ্যে সোমায়াগ প্রধানে অনির্বাণ বলেন—‘ত্রয়ীবিদ্যার মুখ্য সাধন।’ সোমায়াগে তিনটি সবন—প্রাতঃসবন, মাধ্যদিন সবন এবং তৃতীয় সবন। মাধ্যদিন সবনের একচ্ছত্র অধিপতি ইন্দ্রদেবতা। ‘ইন্দ্রং সোমং সোম পিবমং মাধ্যদিনং সবনং চারু যৎ তে’—(ঋ ৩/৩২/১) ঋগ্বেদে ইন্দ্রের বহুস্তত বিশেষণ তুরীয়, পুরুষ, অর্থাৎ লোকোত্তর, বহু আত্মত এবং বহুস্তত। নিকটকালের যাস্কাচার্যের মাতে দেবতামণ্ডলীর স্থানগত ভেদ তিন—পৃথিবীস্থান, অতরীক্ষস্থান আর দ্যুস্থান। (আয়িঃ পৃথিবীস্থান—বায়ুর্বেন্দ্রো বা অতরীক্ষস্থান সূর্যে দ্যুস্থানঃ—নিরুক্ত সত্ত্বম অধ্যায়)। পৃথিবীস্থানের প্রধান দেবতা আয়ি, অতরীক্ষস্থানের দেবতা বায়ু ইন্দ্র এবং দ্যুস্থানের দেবতা সূর্য। ‘সৌঃ পিতা’ মাতা পৃথিবী। তাহলে মধ্যবর্তী অতরীক্ষ কি? বেদের কোথাও অতরীক্ষের দেবত্ব পরিচয় নেই। অনির্বাণ বলেন—‘অতরীক্ষ বেদে দ্যাবা পৃথিবীর মত দেবতা হয়ে ওঠেনি—তা লোক বা দেবতার ধাম। পৃথিবী শান্তা, দ্যুলোকে শান্ত কিন্তু অতরীক্ষ নিত্যস্কন্ধ—!’ সৃষ্টির আদিত্যে প্রথম বিভাজন পৃথিবী এবং সৌ। বিজ্ঞানও তা মানে। অতরীক্ষ দূরের মধ্যবর্তী। জীবনের সামুহিক পর্যায়ের সংগ্রাম এখানে। অতরীক্ষ লোকের প্রধান দেবতা বায়ু এবং ইন্দ্র। অতরীক্ষের মূল তত্ত্ব বায়ু অর্থাৎ শ্রাণ। তাত্ত্বিক দিক থেকে বায়ুর গরিমা বেশি হলেও শ্রাধান্য ইন্দ্রের। কারণ ইন্দ্রের প্রধান কর্ম ‘বৃহকে’ বধ করে তার অবরোধ থেকে অলধারাকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা এবং ‘আধারকে রসানুসিক্ত করে তার বন্ধাঙ্ঘ ঘোচানো।’

সামান্যভাবে এখানে ইন্দ্রসম্পৃক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ করা যেতে পারে—অতরীক্ষলোক, মাধ্যদিন সবন, দ্রীষ ঋতু, ত্রিষ্টুপ হ্রদ, পঞ্চশনশ্বেদম, বৃহৎ সাম, মধ্যমস্থানে উল্লিখিত দেবতাগণ। ইন্দ্রের কর্ম হল রসানু প্রদান আর বৃহবধ। নৈরুক্ত মাতে—‘যা চ কা চ বলকৃতিরিক্কৈর্মৈ তৎ’। আর ইন্দ্রের সঙ্গে স্তুতিসংস্কার রয়েছে অগ্নিসোম বরণে পূষা বৃহস্পতি ব্রহ্মণস্পতি, পর্বত কুৎসে বিষ্ণু এবং বায়ু। এমনিভাবেই পৃথিবীস্থান এবং দ্যুস্থানগত দেবতা দেবও স্থানভক্তি, স্তুতিসংস্কার কর্মধারা বর্ণিত আছে নৈরুক্তে। যথাক্রমে অগ্নিভক্তি, ইন্দ্রভক্তি এবং আদিত্যভক্তির একটি তুলনামূলক আলোচনা শেষে অনির্বাণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন ‘বৈদিক দেবোপাসনার একমাত্র তাৎপর্য হল পৃথিবী হতে দ্যুলোকে চেতনার ক্রমিক উত্তরণ এবং অবশেষে... এক চিন্ময়ী মহাশক্তির জ্যোতির্বিষ্ফুরণরূপে অনুভব।... তখন আমরা পৌছই সর্কুদ দিব্যার সেই পরমধামে, যেখানে আদিত্যের উদয়াঙ্ঘ সেই।’ আদিত্যে উত্তরণ উপ-গমন অথবা বিলীন হয়ে যাওয়া অনির্বাণের শেষ কথা।

ইন্দ্র নামের ব্যুৎপত্তি হয়েছে ঐশ্বর্যবচক √ ইন্-ধাতু থেকে অথবা কম্পনার্থক ইন্-ধাতু থেকে। দুটোই সম্ভাবনা। ইন্দ্র জগতের ঈশ্বর এমন মর্মান ঋগ্বেদে সর্বত্র দৃশ্যমান—

A BRIEF NOTE ON THE RGVEDIC VIS-A-VIS ASTROPHYSICAL OBSERVATIONS ON THE CREATION OF THE UNIVERSE

Prof. Snigdha Das Roy

From time immemorial the question which penetrates human mind is where from this world has come into existence ? When was it created ? Who created this Universe ? An urge to know the origin of this universe is found in different Mythologies of the world also. Towards the end of the compilation of the Rgveda Samhitā, especially in the Tenth Book we find that the query has reached its ultimate point. Different seers have assigned the credit of creation to different Gods. In other books of the Samhitā also, the question is raised in seed form, but the versatile deliberations of the seers reached greater dimension in the Tenth (10th) Book.

Seers' observations regarding the creation of the universe are being presented in the following few lines :

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं द्यामुत्तेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

This is a verse from the Xth mandala of the Rgveda (RV.X.121.1.), where the seer of this hymn is Hiranyagarbha Prajāpatya and the deity to be praised is 'Kah'. The verse states that Hiranyagarbha was present in the beginning; when born he was the sole lord of created beings; he uphelds this earth and heaven let us offer worship with an oblation to the divine 'Ka'. The phrase कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ is a burden to each of the verse of this hymn. If the word कस्मै be taken as the dative of the interrogative pronoun 'किम्' it becomes a question 'To what deity may we sacrifice ?' Sāyanacārya, the most celebrated commentator of the Vedic literature, prefers an equation of 'Ka' with Prajāpati. Srīman Swami Brahmamuni Paribrājaka Vidyā Mārtanda, follower of Dayānanda Saraswati also prefers to take the term 'कस्मै' as a dative which means Prajāpati. But if 'कस्मै' refers to Prajāpati then on grammatical ground noun inflection would have to be more appropriate instead of pronoun inflection – (काय as नगय and not कस्मै). Prof. Sukumari

Bhattacharjee states 'one reason is that Prajāpati as a distinct God had not yet emerged; the tenth mandala sees his shadowy beginnings; it was in the Brāhmanas that he really assumes full dimensions ? (The Indian Theogony – S. Bhattacharya – 1978).

In the Aitareya Brāhmana (AB : VIII 3) we find that Prajāpati created Gods and demons and the bright gold, (AB.II.2:4:4-5). Prajāpati has been credited with the creation of men and animals in the Tāndya Mahā Brāhmana. The Śatapatha Brāhmana (ŚB : VII. 3.2.15 and 4.1.18) refers him to be made of gold, for gold is light and gold is immortality. The same Brāhmana also informs us that he touched the cosmic egg and wished it to exist and multiply. From it the neuter Brāhman was first created and the triple science and this asserts that Prajāpati alone existed in the beginning.

Taittirīya Samhitā V.5.1.2 refers to Hiranyagarbha, the Golden embryo or he who had the Golden germ i.e., he who was in the Golden mundane egg as an embryo was Brahmā, the creator. (Nirukta X. 23 and Yajurveda XIII. 4.).

It is Hiranyagarbha, whose greatness has created the snow clad mountains, the oceans, the rivers, quarters, space and whose two arms are the protection of this world (Mahidhara says – jagad Raksanau Vāhu जगद् रक्षणी बाहू – Yajurveda XXV. 12). It is he who has made profound the earth solid, by whom heaven and the solar sphere were fixed, who was the measure of the water in the firmament, the heaven and earth was made fixed face to face. When the vast waters overspread the universe containing the germ and giving birth to Agni then was produced one breadth of Gods. He with his creative power gave birth to sacrifice of the creation of the universe (सृष्टियज्ञ). Finally the seer says that Prajāpati has given birth to all these beings in this universe. Enveloped in the attractive mist of a nebulous cosmogony he really represents a distinct stage in the creative process. (embryo > Brāhman > the universe).

Hiranyagarbha represents the image of the primordial cosmic golden egg out of which Brāhman, the creator was born. That the universe has come into existence from the cosmic egg is found in other mythologies of the world also. The cosmic egg referred in the Egyptian, Polynesian, Indonesian, Iranian, Latvian Esthonian and Phoenician mythologies. All these myths take into account the golden egg as the first metaphysical cause of the cause (जनिकर्तुः प्रकृतिः). The Egyptian mythology, further mention that the 'God referred to as being in the egg is of course a form of Sun-god' (The Egyptian heaven and Hell – F.A.W.Budge, 1906). This solar association of the cosmic egg is common with Hiranyagarbha also.

RV.X.72.1-9 is another important hymn where we find the process of creation of the Gods and some glimpses of the expansion process of the universe. In this hymn the seer is Brhaspati Loukya or Angirasa Brhaspati or Aditi Dāksāyani. RV.X.72.2 refers that existent was born of the non-existence (असत्तः सदजायत). The Gods, as the verse refers, originated from 'Asat'. Asatah refers to that which at the primary creation of the Gods was without name or form. Chandogya Upanisat. VI.2 says '**asad vā idam agre āsit tato vai sad ajāyata**'. In the first

stage the existence was born of the non-existent, after that the quarters and the upward growing trees (उत्तानपाद) were born. The universe was born from the upward growing tree. Then Daksa was born from Aditi and afterwards Aditi from Daksa. Sāyana in the commentary has pointed to this contradiction that a self produced effect cannot be the cause of itself. In Nirukta XI.23. Yāskacārya has raised and refuted this inconsistency thus – It may be objected. How can it be that Daksa was born from Aditi and afterward, Aditi from Yaksa ? The answer is, either they were born together or by a divine law they reciprocally, gave birth to each other and shared each other's nature. Aditi gave birth to eight Ādityas. Among them, with seven she approached the Gods (Mitra, Varuna, Dhātā, Aryaman, Amśa, Bhaga, Vivasvat) and sent forth Mārtanda (the eighth) on high.

Verse No. 5 of the same text refers to the waters and states that a pungent dust went forth (तीव्ररेणुस्पायत), it formed the clouds which filled the earth with water and therefrom the sun was brought forth from the ocean.

Viśvakarman, is another important Vedic God, credited with the cosmocratic function of this universe. In RV.X.81-82, the seer Viśvakarman expresses his wonder regarding the creation of this universe in a very charming way. The creative principle is extolled in most glowing terms in these hymns.

Viśvakarman as appears from the text is the maker of all, the creator also. RV.X.81.2 states –

किं स्वदासीदधिष्ठानमारम्भेणं कतमत् स्वत्कथासीत् ।

यतो भूमिं जनयन् विश्वकर्मा वि द्यामीर्नोन् महिम्ना विश्वचक्षाः ॥

i.e. what was the station ? How was it done ? So that Viśvakarman the beholder of all, generated the earth and heaven by his might. In the previous verse of the same hymn it is said that after 'Pralaya' the creator made all the things a new. Again in RV.V.81.4, we find – which was the forest ? Which the tree, from which they fabricated heaven and earth ? Inquire, sages, in your minds what places he was stationed in when holding the worlds. The eternal query regarding the creation of the universe which still bewilders us even today. In the absence of the material cause of the effect, the earth is before us. H.G. Narahari states – Viśvakarman is 'not merely the material cause but also the efficient cause of the world'.

The epithet of Viśvakarman as creator is repeatedly mentioned in the Vedas. RV.X.82-1 states that he is the maker of senses, engendered the water and then heaven and earth were generated and their boundaries were fixed and they were expanded. It may be mentioned here that in the formation or creation process, the priority of water is affirmed repeatedly in various texts. Taittirīya Samhitā V.1.5.1 mentions 'आप वा इदमग्रे Manusamhitā 1.8 says – 'आप एव ससर्जादी' | The same hymn again surmises – Viśvakarman of comprehensive mind and manifold greatness is all pervading, the creator and arranger (धाता विधाता परमोत् सदृक् RV.X.82-2 यो विधाता

তিনি ভরে তোলেন দ্যাবাপৃথিবীকে, ভরে তোলেন ধেনুর পদকে তাঁর প্রাণোচ্ছ্বাসে। মানুষের মত সিংহনাদ করে উঠল দিকে দিকে ছুটে গিয়ে ঝড়েরা। অনুরূপ ধ্বনি পুরুহন্থা আগ্নিরসেও—কেউ ঠেকাতে পারেনি স্পর্ধিতদের সব বাঁধা জুড়িয়ে দেওয়া সেই বজ্র ভেজাকে— যিনি জন্মানে পর সর্বব্যাপিনী মহিমময়ী ধেনুরা স্ততিমুখর হয়ে উঠল, স্ততিমুখর হয়ে উঠল দ্যালোকেরা ও ভুলোকেরা। নোখা গৌতমের বর্ণনায় এর ভয়ে গিরিরা নিশ্চল হয়ে যায়, আর দ্যালোক— ভুলোক টলতে থাকে— ইনি যখন জন্মান। মহান তুমি ইন্দ্র জন্মেই তোমার প্রাণোচ্ছ্বাসে দ্যালোক আর পৃথিবীকে আবিষ্ট করলে আতঙ্কে, যখন নাকি তোমার ভয়ে যা কিছু কিঞ্চুত আর যত নিশ্চল গিরি ধুলিকণার মত কাঁপতে থাকল।—এই যে ভয় এ কিন্তু ভাসমিক ভয় নয় এ দিব্য আবেগিক অনুভব। যার উৎস অধ্যাত্মচেতনায়। এ ভয় বা কম্পন দৈবীমহিমার আকস্মিক প্রকাশক অভিঘাত থেকে। মুহূর্তের জন্য চেতনার অচেতন্য জাগে, আবার উদ্দীপ্ত হয়, অক্ষরের প্রশাসনে ঝতচ্ছন্দা করে। উপনিষদে তার অনুরণন— ‘এই যা কিছু, এই সর্বজগৎ, তাঁ থেকে বেরিয়ে এসে প্রাণের মধ্যে ধরধর করেছে। তিনি যেন মহৎ ভয়— উদ্যত বজ্রের মত। যারা এ জানে, তারা অমৃত হয়। তারই ভয়ে বাতাস বয়ে চলেছে, তারই ভয়ে উঠছে গুট। তাঁরই ভয়ে অগ্নি আর ইন্দ্র আর মৃত্যু পক্ষম হয়ে ছুটেছে। (কৌ. উ. ৩/২)

বৈদিক দেববারা পত্নীবান্। ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণী ইন্দ্রপ্রিয়া উশতী আকুলা। ঋষি কুৎস এবং ঋষি বৃহদ্রিব ইন্দ্ররূপে ইন্দ্রসহিত গৃহে সমাগত হলেও ইন্দ্রাণী পরম দয়িতকে চিনতে ভুল করেন না। ঋতদর্শিনী ইন্দ্রাণী সোম্য আনন্দরসে নিত্যসোমরসো উচ্ছ্বসিত। বৃষাকপি সূক্তে ইন্দ্রপত্নী ‘পতিসোহাগিনীদেব মধ্যে অনন্যা, চির অবিধবা, পতিগর্বে গর্বিতা, মানিনী, পতির সখী ও সচিবা, স্বাধীনভর্তৃকা সুরত পণ্ডিতা, সোমভাগগ্রহিণীও। (ঋ. ১/৮২/৬) পুরাণানুগ ইন্দ্রপত্নীর নাম ‘শচী’। এর মূল রয়েছে বেদে, ঋগ্বেদে। বেদে ইন্দ্রের একটি বিশেষ সংজ্ঞা ‘শচীব’। নিঘণ্টুতে শচীর তিনটি অট পাওয়া যায়—বাক্, কর্ম, প্রজ্ঞা। শব্দটি এসেছে √ শচ্ ধাতু থেকে। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ইন্দ্র শক্তিমান—আর শচী স্বরূপশক্তি, ইন্দ্রপত্নীর তাত্ত্বিক পরিচয় ‘তিনি পরমপুরুষের পরমাশক্তি, জগন্মূর্তি, সোম্যা, সৌম্যভরা, আনন্দময়ী। আমাদের মধ্যে তিনি পরমাপুরুষের জন্য আকৃতি উশতী জায়ার মত।’

খণ্ডপাঠের সামান্য প্রস্তুতিতে ইন্দ্রস্বরূপের বৈবিধ্য তুলে ধরা হল। এতে দেবতা ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়াতীত স্বপ্রকাশ প্রতিভাস আদিত্যায়নের নির্ধাসে সিন্ধু। ভারতীয় মনীষা দিগন্তের কোণায় কোণায় তিটগ্গামী। এমন একটি কৌণিক দিশা অনির্বাণের শৈলীতে বিধৃত। বেদের আদিত্যায়ন সার্বিকভাবে বিদ্বৎসকাশে গৃহীত হয়নি। পাঠক হন বা প্রাকৃতজনের সার্বিক অধ্যায়ন অভীষ্ট। অতএব অনির্বাণ আলোকে ইন্দ্রদেবতার খণ্ডপাঠ।

RV.X.82.3) of the universe. The seer raises the question what was that embryo which was beyond heaven, earth, gods, Asuras – the seer himself asserts that the water verily first contained the embryo in which all the gods were aggregated, singly deposited on the navel of the unborn creator in which all being take abode (RV.X.82.6 – गर्भं प्रथमं दध्म आपः). Sāyana says this ‘garbha’ or embryo is ‘andam’. Mahīdhara says it is ‘Vijam’. Both the notions are at per Manu.

The last verse is an assertion that ‘You know not him who has generated these beings. His life is different from yours; wrapped in fog and foolish speed do they Vander (who are) gluttonous and engaged in devotion.’ This verse says that the essence of Viśvakarman Parameśwara is not endowed with conscious individual rather he is different.

Viśvakarman is referred in the RV only five times RV.X.120 imports the concept of arduous penance (तपसो अध्यजायत) that is truth of thought (GiÉ) and truthfulness of speech were born of arduous penance which generated night and thereafter the watering ocean. And from that water generated night and days. The creator first created Sun and move the heaven, the earth, the firmament and the sky. The seer Aghamarsana Madhucchadas in brief has mentioned the process of creation in different stages- Truth and laws of cosmos – fervour – night – waters – day and night – sun and moon – heaven and earth.

RV.I.164 is a long hymn, popularly known as the Asyavāmiya hymn from its opening words (अस्य वामस्य). It is a multi facet hymn – with reference to different Gods invoked in different contexts. The esoteric contexts expressed in different verses essentially characterise it to be a cognomological hymn. The innocent query of the seer in RV.I.164.5 – Immature in understanding undiscerning in mind I inquire of those things which are hidden from the Gods : what are the seven threads which the sages have spread to envelop the sun, in whom all abide or RV.I.164.4 – who has seen the primeval (being) at the time of his being born. What is that endowed with substance which the unsubstantial sustains : from earth are the breath and blood, but where is the soul : who may repair to the sage to ask this ? (को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभर्त्ति भूम्या असुर सृगात्मा क्व स्वितेको विद्वासमुप गात्प्रष्टुमैतत् ॥)

In Avestan hymn (Yasha 44.3-7) Zarathustra also, quirs :

I question the Lord : answer me !

Who was at its birth the first father of Justice ?

Who assigned their paths to sun and stars ?s

Who established heaven and earth so that they fall not ?

(ref. Sukumari Bhattacharjee – Literature in the Vedic Age P.P.49).

The seer is perplexed and, therefore, raises the most fundamental etiological question about the material cause and the manner of the creation.

RV.X.90, the Purusa hymn is significantly important as it 'records a transition from ritual to philosophy'. The mythological account of the origin of the universe, as the hymn describes, is from the body of the Purusa whom the Gods offered in a sacrifice. From his sacrificed self issued forth first the entities, then the elements and from these again the rest of the creation.

The Purusa hymn is the symbolic account of the creation of the cosmos through sacrifice. It is stated in verse no. 5 that from him (Purusa) was born Virāt and from Virāt the individual Purusa was born. Here we get the pseudo Vedantic fragrance of creative process of Jivātmā and Paramātmā perhaps. We may recollect that Mithra in Mithraic cult billed the ox from which vegetation emanated. In Skandinavian myth of cosmogony also we find Odin's self immolation of Yamir, A.A. MacDonnell remarks 'the main idea is very primitive'. This cardinal magnitude of the creation process is extended up to the regime of Āranyakas and Upanisats. In Atharvaveda (X.17) and Mundaka Upanisat II.I. we find Purusa is interpreted as identical with the universe. The Śatapatha Brāhmana II.I.6 he is mentioned as Prajāpati, the creator.

RV.X.125, the seer Vāk Ambhrnī, proclaims herself to be identified in all Gods. She is the sovereign queen, abiding in numerous forms. She herself declares that her birth place is in the midst of waters and from there she spread through all beings and touched the heaven and exists transcendently beyond all creation. The cosmic elements described in the hymn attaches some cosmocratic importance to it.

In RV.X.129, the seer Prajāpati Paramestin affirms that nothing existed in the beginning.

नासदासीन्न सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमोपरोयत् ।

किमावरीव कुहकस्य शर्मनन्भः किमासीद्गहनं गभीरम् ॥

i.e., The non-existent was not; the existent was not; then the world was not, not the firmament; nor that which is above. How could there be any investing envelop and where? Of what could there be felicity? How could there be the unfathomable water?

The contradictory statement of the first phrase that non-existent was not there; existent was also not there, which attempts to assume a state which was the prime stage of the creation. Death was not nor was there immortality, no indication of day and night and there was nothing else whatever. That state of existence was absolute darkness (darkness overpowered with darkness) and all this was undistinguishable water and then by the greatness of austerity the 'One' came into being in that speechless state. Thereafter the hymn describes the primordial substance (Kāma) was produced. Then the 'seed' of mind (manas) arose. And 'this is the bond between the non-existent and existent'. But the poet overcome by his doubts submits – who really knows? Who in this world may declare it? When was this creation engendered? The Gods were subsequent to the world's creation? So who knows when it arose? On the Supreme God might be knowing or even he himself knows not.

The account of cosmological observations of different seers, as available in different hymns of the Rgveda (mainly in the Xth Mandala) regarding the origin of this universe is that numerous Gods are credited with their cosmocratic super power, and they directly acted as the direct agent of the creation of this universe. Prajāpati, Hiranyagarbha, Brhaspati, Vāk, Viśvakarman are in the line. The hymns acknowledge the power of Supreme Being. The Purusa hymn attaches more importance to Purusa as the agency of a creator. The Nāsadīya hymn and Asyavāmīya and RV.X.190 ascribed the cosmology to abstract principles rather than Gods.

Einstein, the stalwart scientist once remarked that 'the most incomprehensible thing in this universe is that it is comprehensible'. The untiring search of human talent on the origin or creation of the universe is going on but comprehensibility on the subject concerned has not yet been achieved.

Materialistic overview on the origin of the world or coming into existence process in based on two notion : (i) the universe is existent from infinite time and (ii) Everything in this universe is merely the result of chance and not the product of any intellectual design or plan or vision. But the above mentioned two notions were shattered with the advent of the Big Bang Theory advocated by Edwin Hubble.

In 1922 the Russian Physicist Alexandra Friedman produced computations showing that the structure of the universe was not static but even a tiny impulse might be sufficient to cause the whole structure expand or contract according to Einstein's Theory of Relativity, George Lemaitre was the first to recognize Friedman's work. He declared that the universe had a beginning and that it was expanding as a result of something that had pointed it.

The theoretical musing of these to scientists did not attract much attention. In the year 1929, the American astronomer Edwin Hubble, working at the California Mount Wilson observatory made the most important observations in the History of Astronomy. Observing a number of stars through his telescope, he discovered that there light was shifted towards the red end of spectrum and crucially this shift was directly related to the distance of the stars from the earth. This discovery shook the very basis of materialistic universe model.

According to the recognized rules of Physics, the spectra of light beams travelling towards the point of observation tend towards violet while the spectra of the light beams moving away from the point of observation tends towards red. (Just like fading of a train's whistle as it move from the observer). Hubble's observation showed that according to this law, the heavenly bodies were moving away from us. Hubble, long before made another discovery – that the stars were not racing away from earth; they were racing away from each other as well. The only conclusion that could be derived is that in the universe where everything moves away from everything else is that the universe constantly 'expands'.

What George Lemaitre stated earlier was mode sound by the observational evidences of Hubble. In 1916, Albert Einstein had concluded that the universe could not be static because of

calculations based on his recently discovered theory of relativity (thus anticipating the conclusions of Friedman and Lemaitre). But Einstein himself believed that the universe is constant. So he added a cosmological constant to his equations so that the staticness of the universe, as he believes be retained. But years later he himself admitted that this cosmological constant is the biggest blunder of his career.

Hubble's discovery that the universe was expanding led to the emergence of another model that needed – If the universe was getting bigger as time advanced, going back in time meant that it was getting smaller, and if one went back far enough everything would shrink and converge at a single point. The conclusion to be derived from this model was that at some time all the matter in the universe was compacted in a single point mass that had zero volume because of its immense gravitational force. Lemaitre referred to this state of the universe as the primeval atom and assumed that it was instantaneously created. George Gamow, showed that primeval atom would have been extremely hot – hot enough to explode in a 'Big Bang'. The term 'Big Bang' was casually named by the British Scientist Fred Hoyle. And that name became the apt afterwards. The Big Bang would have expelled the material of primeval atom outward. The expansion we see today is the residual motion of this violent event which took place at the beginning of the time.

There Big Bang has pointed to another truth. The whole universe was created from this 'nothing' or zero model. And, furthermore, this universe had a beginning, contrary to the view of materialist, which holds the view that 'the universe has existed for eternity. Our age and the texts of the Rgveda has no evidence of this eternal existence. The cosmocratic hymns, as discussed earlier, always asserts creative agent regarding the coming into existence of the universe. Hiranyagarbha the cosmic golden egg, out of which the universe came into existence, is not very far a concept from Hubble's single point mass. Our poet seers has described the creation process in sublime words while Hubble sounds Big-Bang. Time as the scientists think, started after Big-Bang. This notion is also not very different from the Vedic seers' observations. In Nāsadiya Sukta, we find 'there was no indication of Day and Night (न रात्र्या अह्नः आसीत् प्रकेतः -X.129.2). The creation of Sun and Moon is repeatedly mentioned in different Suktas. According to Indian tradition, the Sun and Moon are the determiners of Day Night, i.e., Time.

Vedic seers are implicit on their approach to the problem while the scientists are explicit. Our submission is that the coming into existence process of the universe awaits more and more researches both from the scientist end and on our Vedic texts. Inter disciplinary exchange will enrich both. As the seer proclaims :

इयं विसृष्टिर्यत् आवभूव

यदि वा दधे यदि वा न।

यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमनत्

सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥(RV.X.129.7)

Books Consulted :

Primary Sources:

- Aitareya Brāhmana (ed. A.K. Shastri, 1942)
Atharvaveda Samhitā (Svādhyayāmandala Series, Bombay)
Avesta (Sacred Books of East Vol. VII & VIII)
Rgveda Samhitā - (ed. R.P. Arya & K.L.Joshi 2001)
- (ed. Satavelkar, Gujrat)
- (Choukhamba Prakasani with
translation R.T.H. Griffith)
- (Haraph Prakasani, Cal.)

- Rgveda Bhasyam - (ed. Arya Samaj)
Satapatha Brahmana (Biliotheca Indica, 1903)
Taittirīya Brahmana (Biliotheca Indica, 1890)
Taittirīya Samhitā (ed. Satavelkar, 1983)
Vājasaneyī Samhitā (Svadhyaayamandala Bombay)

Secondary Sources:

- Anirvan : Veda –mimamsa vol. I. II. III
Bhattacharjee, S. : Indian Theogony 1978.
: Literature in the Vedic Age Vol. I & II 1986
Freund, P. : Myths of creation London 1964
Harrison, E.R. : Cosmology-the science of the Universe
Cop. 1991
Hillebrandt : Vedic Mythology vol. I & II ed. R.R. Sharma
Hugh Ross : The creator and the cosmos, 1995
Keith A.B. : Religion and Philosophy of the Veda
and Upanisad
Mainkar, T.G. : Mysticism in the Rgveda, 1961
Sharma, B.K. : Apah in Vedic Cosmogony 1954
Swami P.Saraswati : Puran O Vijñana
Vatsayan, Kapila edt. : Physical space in the context of all
knowledge by Raja Ramanna